UNITED PEOPLES DEMOCRATIC FRONT (UPDF)
ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)

(A political party based in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh)
Mailing Address :Swanirbhar bazaar, Khagrachari, Northern Chittagong Hill Tracts, Bangladesh.
Email. updfcht@yahoo.com Website: www.updfcht.com

Ref: ***Date:*** *৪ আগস্ট ২০২৪*

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সরকারের পদত্যাগ ও অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের দাবিতে ইউপিডিএফের বিক্ষোভ

অবিলম্বে সরকারের পদত্যাগ ও অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের দাবিতে এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচির সমর্থন জানিয়ে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটির বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ইউপিডিএফ ও তার সহযোগী সংগঠনগুলো।

আজ রবিবার (৪ আগস্ট ২০২৪) খাগড়াছড়ি জেলায় জেলা সদরের চেঙ্গী স্কোয়ার, পানছড়ি, মানিকছড়ি, লক্ষীছড়ি, মহালছড়ি এবং রাঙামাটি জেলায় কুদুকছড়ি, নান্যাচর, সাজেক, কাউখালীসহ বিভিন্ন স্থানে এ বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়।

এসব বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হত্যাকাণ্ডের দায় নিয়ে অবিলম্বে সরকারের পদত্যাগ ও অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের দাবি জানানো হয়েছে।

খাগড়াছড়ি সদরঃ

আজ রবিবার সকাল ১০:৪৫টার সময় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম (ডিওয়াইএফ), হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডব্লিউএফ) ও পার্বত্য চট্টগ্রাম নারী সংঘের যৌথ উদ্যোগে খাগড়াছড়ি সদরের চেঙ্গী স্কোয়ারে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এতে বিভিন্ন এলাকা থেকে ৭ শতাধিক ছাত্র-যুবক ও নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন।

সমাবেশের আগে "পূর্ণস্বায়ত্তশাসনই পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী সমাধান" শ্লোগানে স্বনির্ভর বাজার থেকে একটি চেঙ্গীস্কোয়ারে এসে সমাবেশে মিলিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম নারী সংঘের সভাপতি কনিকা দেওয়ান, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের জেলা সভাপতি ক্যামরণ দেওয়ান, হিল উইমেন্স ফেডারশনের জেলা আহ্বায়ক এন্টি চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের জেলা সহ-সাধারণ সম্পাদক অনিমেষ চাকমা ও সাংগঠনিক সম্পাদক সাংগঠনিক সম্পাদক তৃষ্ণাঙ্কর চাকমা।

কনিকা দেওয়ান বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ দীর্ঘদিন ধরে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে আসছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ এর থেকে অবসান চায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ মনে করে যতদিন পর্যন্ত এ অঞ্চলে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া না হবে ততদিন পর্যন্ত বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। বর্তমানে দেশে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা পার্বত্য চট্টগ্রামে নিপীড়নেরই ধারাবাহিক অংশ। সুতরাং এই রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন থেকে মুক্তির জন্য পাহাড় ও সমতলে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই সংগ্রাম জোরদার করতে হবে।

তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা হলো রাজনীতি সমস্যা। কাজেই দমন-পীড়ন জারি রেখে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না, রাজনৈতিকভাবে এর সমাধান করতে হবে।

সমাবেশ থেকে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে ইউপিডিএফের ৩৬৭ জন খুনসহ সারাদেশে ছাত্র আন্দোলনে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবি জানান।

এন্টি চাকমা বলেন, কোটা আন্দোলন আজ ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের রূপ নিয়েছে। সরকার আন্দোলন দমনে শিশুসহ ছাত্র-জনতার ওপর গণহত্যা চালিয়েছে। এই গণহত্যার পর সরকারের আর ক্ষমতায় থাকার কোন বৈধতা নেই।

তিনি আরো বলেন, আজকে ২৮ বছর অতিক্রান্ত হলেও এ সরকার কল্পনা চাকমার চিহ্নিত অপহরণকারীদের বিচার করেনি। উপরন্তু আদালতের মাধ্যমে অপহরণ মামলা খারিজ করে দিয়ে চিহ্নিত অপহরণকারী লে. ফেরদৌস গংদের দায়মুক্তি দেয়া হয়েছে। তিনি কল্পনা চাকমা অপহরণ ঘটনাটি আর্ন্তজাতিক তদন্তের দাবি জানান।

অনিমেষ চাকমা বলেন, আমরা দেখেছি কীভাবে রাষ্ট্রীয় বাহিনী দেশে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন দমনে ছাত্র-জনতাকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করেছে। এই ফ্যাসিস্ট সরকার যুগ যুগ ধরে পাহাড়ে যেভাবে নিপীড়ন-নির্যাতন চালিয়ে এসেছে আজকে একইভাবে সমতলেও রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে দিয়ে নিপীড়ন-নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে। কাজেই এই ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে পাহাড় ও সমতলে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে। যতদিন এ সরকারের পতন হবে না ততদিন ছাত্র-জনতাকে আন্দোলন করে যেতে হবে।

তিনি বলেন, আজকের এই সমাবেশ থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র ছাত্র আন্দোলনে সকল শদীহদের লাল সালাম জানাই।

২০১৮ সালের ১৮ আগষ্ট স্বনির্ভরে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর মদদে সংঘটিত ৭ খুনের ঘটনা স্মরণ করে অনিমেষ চাকমা বলেন, দীর্ঘ বছরেও প্রশাসন এ ঘটনায় জড়িত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার না করে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে। তাই তিনি আন্তর্জাতিক তদন্তের মাধ্যমে এই হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিচারের দাবি জানান।

তৃষ্ণাঙ্কর চাকমা বলেন, পাবর্ত্য চট্টগ্রামে সাবেক ছাত্র নেতা বিপুল চাকমাসহ চার তরুণ নেতাকে এই ফ্যাসিবাদি সরকারের মদদে হত্যা করা হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র-যুব সমাজকে দমিয়ে রাখতে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করা হলেও ছাত্র সমাজ তাতে দমে যায়নি। আগামীতেও হত্যা-গুম করে ছাত্র সমাজকে দমিয়ে রাখা যাবে না। তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হত্যাকাণ্ডের দায় নিয়ে সরকারের অবিলম্বে পদত্যাগের দাবি করেন।

সমাবেশ শেষে চেঙ্গী স্কোয়ার থেকে আবারো মিছিল নিয়ে স্বনির্ভরে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে বিক্ষোভ কর্মসূচি শেষ হয়।

সাজেকঃ

একই দাবিতে বাঘাইছড়ির সাজেকে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ), বাঘাইছড়ি ইউনিট।

সাজেক পর্যটন সড়কের উজোবাজার গঙ্গারাম মুখ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশের আগে মিছিল নিয়ে এলাকার শত শত নারী-পুরুষ সমাবেশে স্থলে আসেন।

গণতান্ত্রিক যুব ফেরামের বাঘাইছড়ি উপজেলা কমিটির সভাপতি বীর চাকমার সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, ইউপিডিএফের বাঘাইছড়ি উপজেলা ইউনিটের সংগঠক রুপেশ চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বাঘাইছড়ি উপজেলা কমিটির সহসাধারণ সম্পাদক অর্চনা চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বাঘাইছড়ি উপজেলা কমিটির সভাপতি পলেন চাকমা, সাজেক গণ অধিকার রক্ষা কমিটির সদস্য সচিব বাবু ধন চাকমা ও সাজেক ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের মেম্বার পরিচয় চাকমা।

বক্তারা বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারকে কঠোর সমালোচনা করে বলেন, ভোট ডাকাতির মাধ্যমে জোর জবরদস্তি করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করলেও জনগণ এ সরকারকে প্রত্যাখ্যান করেছে। বর্তমানে সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার যে আন্দোলন তাতেই এটা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু সরকার প্রশাসনযন্ত্রকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় টিকে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমন করতে সরকার আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতাকে গুলি করে হত্যার পথ বেছে নিয়েছে। আমরা ছাত্র-জনতাকে নির্বিচারে হত্যা ও নিপীড়ন-নির্যাতনের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।

বক্তারা দেশের বতর্মান পরিস্থিতি ও সংকটের জন্য সরকারকে দায়ি করেন এবং অবিলম্বে সরকারের পদত্যাগ ও অন্তবর্তীকালীন সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান।

বক্তারা আরো বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীরা মুক্তিযোদ্ধা কোটা সংস্কার দাবি করলেও সরকার আদালতকে দিয়ে পাহাড়িদের ৫% কোটা ও কমিয়ে দিয়ে মাত্র ১% রেখে দিয়েছে। তারা পাহাড়িসহ দেশের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোর জন্য পূর্বের ৫% কোটা পুনর্বহাল করার দাবি জানান।

কল্পনা চাকমার চিহ্নিত অপহরণকারী লে. ফেরদৌস গংদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবি জানিয়ে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী অর্চনা চাকমা বলেন, অপহরণের দীর্ঘ ২৮ বছর অতিক্রান্ত হলেও আমরা এখনো ঘটনার কোন বিচার পাইনি। উল্টো অপরাধীদের দায়মুক্তি দেয়া হয়েছে। তিনি কল্পনা চাকমার অপহরণসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত সকল খুন, গুম, অপহরণের বিচার দাবি করেন।

ইউপিডিএফ সংগঠক রুপেশ চাকমা সরকারকে অবিলম্বে পদত্যাগ করার দাবি জানিয়ে বলেন, দেশের চলমান সংকটের জন্য সরকারই দায়ি। শত শত ছাত্র-জনতা হত্যার পর এই সরকারের আর ক্ষমতায় থাকার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না।

তিনি এই সরকারকে উগ্রবাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারক উল্লেখ করে বলেন, সরকার ২০১১সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের ওপর বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দিয়েছে। এই সরকারের মদদে পার্বত্য চট্টগ্রামে ইউপিডিএফের অন্তত ৩৬৭ জন নেতা-কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে যুগ যুগ ধরে সেনা শাসন জারির মাধ্যমে পাহাড়ি জনগণের ওপর যে নিপীড়ন-নির্যাতন চালানো হচ্ছে তা বন্ধ করতে হবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী সমাধানের জন্য পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনে নিতে হবে।

রূপেশ চাকমা দেশে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এক দফাসহ সকল কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানিয়ে আগামী ৫ আগস্ট রোডমার্চ ও ৬ আগস্ট সড়ক ও নৌপথ অবরোধ কর্মসূচি সফল করতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

এছাড়া খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি, মানিকছড়ি, মহালছড়ি, লক্ষীছড়ি এবং রাঙামাটি জেলায় কুদুকছড়ি, নান্যাচর ও কাউখালীতে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বার্তা প্রেরক

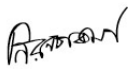

নিরন চাকমা
প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ
ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)।